১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে

বিশেষ স্মরণীকা ২০২৪

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

জনাব জাহিদ ফারুক এমপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভায় দ্বিতীয় বারের মতো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটনের ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়।

সুধী.

আগামী ০৮ মার্চ ২০২৪ খ্রি. রোজ : শুক্রবার, সকাল ৯.০০ ঘটিকায় পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন **জনাব জাহিদ ফারুক** এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন **ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন**, সভাপতি, পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি।

আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি স্ব-বান্ধব আমন্ত্রিত।

বিশেষ অতিথি :

জনাব চয়ন ইসলাম এম.পি, সদস্য, স্বরাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
ড. শাহ্ আজম, মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
লেঃ জেনারেল আবুল হোসেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাবেক সামরিক সচিব ও সাবেক মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বি.জি.বি)।
জনাব মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ।
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান মন্ডল, পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ।
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মোঃ আজাদ রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাহজাদপুর।
জনাব মো: কামরুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
এ্যাড. শেখ আব্দুল হামিদ লাবলু, সাধারণ সম্পাদক, শাহজাদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ।
জনাব মনির আক্তার খান তরু লোদী, মেয়র, শাহজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ।
জনাব শারমিন আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, শাহজাদপুর।
জনাব খায়রুল বাশার, অফিসার ইনচার্জ, শাহজাদপুর থানা।
আলহাজ্ব মোঃ আলমগীর জাহান বাচ্চু, চেয়ারম্যান, পোতাজিয়া ইউনিয়ন পরিষদ।
জনাব এস এম শাহাদৎ হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শাহজাদপুর।
আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হক, সিনিয়র উপদেষ্টা, শাহজাদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ।
জনাব মোহাম্মদ আলী ব্যাপারী, সভাপতি, পোতাজিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ।

আমন্ত্রনে :

মোঃ এনামুল হক
ক্রীড়া শিক্ষক

এ.কে, এম শামিম হোসেন
প্রধান শিক্ষক

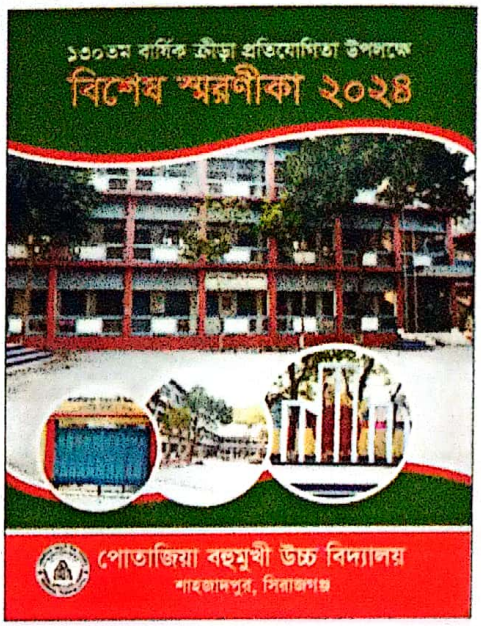

প্রকাশকাল

৮ মার্চ ২০২৪

ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন

আহ্বায়ক, প্রকাশনা উপকমিটি

সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

প্রকাশনা উপকমিটি

এ কে এম শামিম হোসেন

সদস্য সচিব ও প্রধান শিক্ষক, পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রী মুকুল কুমার শীল

জুলফিকার হায়দার মিলন

মো. শাহীন ইসলাম

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

মো. শাহীন সরকার

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

শাহজাদপুর উপজেলা কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিকস

লক্ষন চন্দ্র নাথ

প্রকাশক

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মুদ্রণ

কালার পাটনার্স

৬৯/সি, গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা, মোবাইল : ০১৬৮২৩৫৫৯৪৩

প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় দেশের প্রাচীন ও অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়টি ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সুস্থ দেহে থাকে সুস্থ মন। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেহ ও মনকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখে। আজকের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা করবে। নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া, স্কাউটিং, বিতর্কসহ বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ অনুশীলন করতে হবে। অএ বিদ্যালয় এ সকল বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ। আজকের শিক্ষার্থীদের সেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। তাই শিক্ষার্থীদের আদর্শ দেশপ্রেমিক ও যোগ্য কর্ণধার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

...বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথচারিত এই বিদ্যালয় আসতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

(জাহিদ ফারুক, এম.পি)

সভাপতি
ম্যানেজিং কমিটি
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
ও
প্রেসিডিয়াম সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ

বাণী

হযরত শাহ্ মামদুম-এর পূণ্যভূমি, তাঁত সমৃদ্ধ অঞ্চল ও দুগ্ধ শিল্প হিসেবে খ্যাত শাহজাদপুর উপজেলার স্বনামধন্য ও প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৮৯৪ সাল হতে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অত্র বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র হিসেবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন মোহন চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন এ এলাকার জনপ্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনিও এই বিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করছেন।

উল্লেখ্য যে, বরাবরের মতো এবারও পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অতীতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সাধারণত প্রধান অতিথি হিসেবে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন।

কিন্তু এবার আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এম.পি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তাতে অত্র বিদ্যলয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমি অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবে সম্মানিত বোধ করছি।

আমি মনে করি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার Vision-2041 অর্জনের জন্য ছাত্র ও যুবসমাজকে মাদকমুক্তভাবে গড়ার লক্ষ্যে খেলাধূলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই খেলাধূলা আয়োজন করার জন্য আমি আপ্রান চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারই ধারাবাহিকতায় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, তাতে আমার স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক অনুপ্রেরণা যোগাবে ও তাদেরকে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহীত করে তুলবে।

পরিশেষে পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন)

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ

বাণী

হযরত শাহ্ মামদুম-এর স্মৃতি বিজড়িত শাহজাদপুর উপজেলার গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানও বিশেষ স্মরণীকা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ শাহজাদপুর উপজেলার স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৯৪ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা অত্র বিদ্যালয়টি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী কর্মকর্তা-কর্মচারি ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(প্রফেসর আজাদ রহমান)

এক নজরে

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষকবৃন্দ

১. বিদ্যাশ্বর শ্রী বিহারী লাল গোস্বামী

২. শ্রী সুরেন্দ্র নাথ কুন্ডু

৩. শ্রী নিবারন চন্দ্র ঘোষ

৪. শ্রী অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী

৫. মোঃ এমদাদ আলী (ভারপ্রাপ্ত)

৬. শ্রী হরিপদ অধিকারী

৭. বিদ্যারত্ন শ্রী দেবেশ চন্দ্র রায়

৮. শ্রী রাজেন্দ্র লাল রায় (ভারপ্রাপ্ত)

৯. মি. ছালামত আলী

১০. শ্রী অসীম কৃষ্ণ কুন্ডু (ভারপ্রাপ্ত)

১১. মি. কোরবান আলী (ভারপ্রাপ্ত)

১২. শ্রী অসীম কৃষ্ণ কুন্ডু (ভারপ্রাপ্ত)

১৩. মি. আমিনুল হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত)

১৪. মি ছালামত আলী

১৫ শ্রী অসীম কৃষ্ণ কুন্ডু (ভারপ্রাপ্ত)

১৬. মি.আমিনুল হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত)

১৭. শ্রী অসীম কৃষ্ণ কুন্ডু

১৮. আলহাজ্ব আমিনুল হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত)

১৯. মি. আমিন উদ্দিন মিয়া (ভারপ্রাপ্ত)

২০. আলহাজ্ব আমিনুল হোসাইন

২১. মি. আব্দুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত)

২২. এ. কে. এম. শামিম হোসেন (বর্তমান)

ম্যানেজিং কমিটি

ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন
সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

এ কে এম শামিম হোসেন
সদস্য সচিব ও প্রধান শিক্ষক
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

আলহাজ্ব দীন আহম্মদ
দাতা সদস্য
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

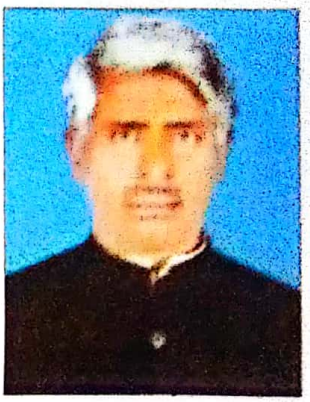

মোঃ আনছার আলী
বিদুৎ সাহী সদস্য
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

শাহাজাহান আলী
অভিভাবক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
অভিভাবক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ আব্দুল মজিদ
অভিভাবক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

রফিকুল ইসলাম
অভিভাবক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ এনামুল হক
শিক্ষক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ হারুনর রশিদ
শিক্ষক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোছাঃ শিউলি খাতুন
শিক্ষক সদস্য
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোছাঃ শাহনাজ পারভীন
অভিভাবক সদস্য
(সংরক্ষিত) মহিলা
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষকমণ্ডলী

এ কে এম শামিম হোসেন
প্রধান শিক্ষক
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী প্রধান শিক্ষক
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মো: আব্দুল মান্নান
সিনিয়র শিক্ষক (গণিত)
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ এনামুল হক
সহকারি শিক্ষক (শরীরচর্চা)
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোছাঃ শিউলি খাতুন
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (কৃষি)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ হাসান আলী
সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ শামস উদ্দিন আরেফীন
সহকারী শিক্ষক (গণিত)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ হারুনর রশিদ
সহকারী শিক্ষক
(ডিজিটাল প্রযুক্তি)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

শিল্পী রানী
সহকারী শিক্ষক (কাব্যতীর্থ)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ সফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
(সমাজ বিজ্ঞান)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ জুলফুয়াদ হি
সহকারী শিক্ষক
(ইসলাম শিক্ষা
পোতাজিয়া বহুমুখী
বিদ্যালয়

মোছাঃ হাসিনা খাতুন
সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোছাঃ লিলি পারভীন
সহকারি শিক্ষক
(গ্রন্থগার ও তথ্য বিজ্ঞান)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ মাসুম রানা
সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ মাসুদ রানা
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (সিভিল কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ আবুল হাসনাত
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
(কম্পিউটার)
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

আব্দুল হালিম
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ আতিকুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
(ব্যবসায় শিক্ষা)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোছাঃ শাপলা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ আব্দুল হাই
নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোছাঃ শিরিন আক্তার
ল্যাব এসিস্ট্যান্ট (আইসিটি)
পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ শাহিদুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোঃ আবু মোতালেব
নৈশ প্রহরী
পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনন্ত কুমার গোস্বামী

পোতাজিয়া দ্বি-পার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনটি এই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য জ্ঞাপন বহুবিধ বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

সংযোজিত বিষয়গুলিতে পাঠকদের অত্র বিদ্যালয়টির একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রয়োজন। এই সংকলনটিতে অত্র বিদ্যালয়ের একটি ভাবগম্ভীর বিশ্লেষণ বোধগম্য হইতে কষ্টসাধ্য হইবে বিধায়, অত্র প্রবন্ধটিতে বিদ্যালয়টির জন্মলগ্ন হইতে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইল। এই প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হইল তাহার মূল্যায়ন পাঠকদের হৃদয়ে।

পোতাজিয়া দ্বি-পার্শ্বিক উচ্চ-বিদ্যালয়ের একটি ইতিহাস রচনা করিতে পোতাজিয়া গ্রামটি সম্পর্কে পাঠকদের ধারনা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পোতাজিয়া বৃহত্তর পাবনা জেলার-[বর্তমানে সিরাজগঞ্জ] অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম, যাহা শাজাদপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলন বিলের হাওর এলাকায় অবস্থিত। এই গ্রামটির পোতাজিয়া নামকরণের পিছনে রহিয়াছে একটি উজ্জ্বল ইতিহাস। ইসলাম প্রচারের জন্য যে কয়েকজন আওলিয়া দরবেশ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে 'ইয়ামেন' দেশের বাদশাহর পুত্র মুখদম্ শাহদ্দৌলা (রহঃ) আসিয়াছিলেন জলপথে তৎকালীন জাহাজ বা পোত্ যোগে। এই মনীষীর পোৎ জলের গভীরতা কম থাকায় এই স্থানটিতে আওজান বা নঙ্গর ফেলেন। তিনি ইসলাম প্রচার করিতে শহীদ হইয়াছিলেন শাহজাদপুরে। যাঁহার মাজার আজ পর্যন্তও শাজাদপুরে সুমহান মর্যাদার সহিত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে শাহজাদপুরের করতোয়া নদীর তীরে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে করতোয়া নদী চলন বিলের মধ্যেই সংযুক্ত ছিল। তাঁহার জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানটির নামকরণ করিয়াছিলেন পোত অর্থ জাহাজ, আওজিয়া অর্থ নঙ্গর করা অর্থাৎ পোতাজিয়া। পরবর্তীতে ধর্ম

প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার একজন সফর সঙ্গী হযরত খোয়াজ মনসুর ইয়ামেনী (রহঃ)-কে দায়িত্ব দেন। হযরত খোয়াজ মনসুর ইয়ামেনী (রহঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার কাজে ব্যস্ত থাকিয়া পোতাজিয়াতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁহার মাজার শরীফও এইখানেই অবস্থিত। যে স্থানটি বর্তমানে পীরতলা নামে পরিচিত। পাবনা জেলার ইতিহাস ইহার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনের অবসান হইয়া বৃটিশ শাসন কায়েম হয়। বৃটিশ শাসনের সময়ও এই গ্রামটি একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম হিসাবেই সুপরিচিত ছিল। যে কারণে বৃটিশ শাসনের কুখ্যাত নীলকুঠি স্থাপনের সে নিদর্শনেরও সাক্ষ্য দেখা যায় এই পোতাজিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে পাথারের মধ্যে শিরিষবৃক্ষে সুসজ্জিত একটি উচুস্থান যাহা অদ্যাবধি কুঠিবাড়ী নামে পরিচিত। এই গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দির ঐতিহাসিক একটি স্থাপত্য কর্মও রহিয়াছে যাহার নাম নবরত্ন মন্দির।

অষ্টদশ শতাব্দিতে এই গ্রামে বসবাস করিত জমিদার, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমজীবি এবং কৃষিজীবি শ্রেণীর লোক গ্রামসহ এলাকার কিছু অংশ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। অন্যান্য জমিদার যেমন শ্রীশ চন্দ্র রায়, হরিশ রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশীয় সাংস্কৃতিক চর্চ্চায় পোতাজিয়া গ্রামটি একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান যে নিবির ভাতৃসুলভ বন্ধনে থাকিয়া বসবাস করিত তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রামের ঈদ উৎসব, দূর্গা উৎসব ইত্যাদি প্রতিপালন, যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছিল অতীতে, বর্তমানেও তাহার সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায় উক্ত উৎসবগুলিতে।

ভারতে যখন ইংরেজী শিক্ষা বা ইংরেজ কর্তৃক আরোপিত শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশের মানুষ গ্রহণ করার সুযোগ পায়, স্থানে স্থানে ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পোতাজিয়ার তৎকালীন বুদ্ধিজীবিগণ সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরিমন্ডলের পিছনে পড়িয়া যান নাই। সেই স্রোতধারাতেই প্রতিষ্ঠিত এই পোতাজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটি এই গ্রাম ও ইহার পার্শ্ববর্তী বিশেষ করিয়া রাউতারা গ্রামের শিক্ষানুরাগের এটি মহান দৃষ্টান্ত।

সেই প্রসঙ্গে অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ হওয়াটা একটি বিচিত্রধর্মী। ব্রিটিশ আমলে এই দেশে জমিদার এককভাবে অথবা কোন উচ্চবিত্তশালী ব্যক্তি এককভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও পোতাজিয়া গ্রামের অত্র বিদ্যালয়টি একক অনুদানের ভিত্তি ছিল না। এখানে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এই গ্রামের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি মহল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অত্র গ্রামের একটি পরিবারের তিন ভাই :

১. কুমুনেন্দু রায় [অবঃ দায়রাজজ]

২. অম্বিকা নাথ রায়

৩. তারানাথ রায়

এই ভাতৃত্রয় পোতাজিয়ার সর্বস্তরের জনগনকে সংগঠিত করিয়া বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাধিক অবদান ও কর্মপ্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখেন অম্বিকা নাথ রায়। তিনি দ্বারে দ্বারে এবং দেশ-বিদেশ হইতে ভিক্ষালব্দ অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। তিনি তাঁহার গৃহীত প্রত্যেক পদক্ষেপ জনসাধারণের নিকট জ্ঞাত করিয়াছিলেন।

প্রথম বিদ্যালয়টির স্থান নির্দিষ্ট করা হয় পোতাজিয়া গ্রামের কেন্দ্র বিন্দুতে। এই গ্রামটি আঠারটি পাড়া সম্বলিত বৃহৎ গ্রাম। প্রতিটি পাড়ার সহিত সমান নৈকট্য স্থলপথে ও জলপথে যুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পোতাজিয়া গ্রামটির প্রত্যেক পাড়ায় যাতায়াতের জন্য জলপথের গুরুত্বই বেশী ছিল, বর্তমানেও যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম নির্দিষ্ট স্থানটি কবি গুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরদের স্টেট হইতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বন্দোবস্ত লয়েন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ১৮৮৮ সালে একটি এম. ই. স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাপিট স্থাপনের প্রচেষ্টার সার্থকতা লাভ করে। তৎপরবর্তীকালে শ্রী অম্বিকা নাথ রায়ের নিরলস প্রচেষ্টায় পূর্নাঙ্গ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়টি ইংরেজী ১৮৯৪ সালের ১২ই মার্চ তারিখে বৃহত্তর পাবনা জেলার ৫ম তম বিদ্যালয় হিসাবে কলিকাতা হইতে পোতাজিয়া ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় নামে অনুমোদন লাভ করে। এই সূত্রে উক্ত তারিখটি অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ধরা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ও প্রথম সম্পাদক হিসাবে অম্বিকানাথ রায়-এর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। এখানে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা অম্বিকাবাবুকে নানাভাবে উৎসাহিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম সারির নাম উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। তাঁহাদের কতিপয় নাম এখানে উল্লেখিত হইল :

(১) স্থানীয় জমিদার বাবু শ্রীশ চন্দ্র রায়

(২) স্থানীয় জোদ্দার বাবু গৌরলাল ঘোষ

(৩) রাউতারার জমিদার বাবু সুরথলাল চৌধুরী

(৪) রাউতারার জমিদার বাবু রশিকলাল নন্দী,

(৫) মোহাম্মদ মোসলেম পণ্ডিত (স্থানীয় সমাজসেবী)

আরও অনেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে অম্বিকা বাবুকে সহযোগীতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও বর্তমান প্রজন্ম আজীবন ঋণী। উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়টি সগৌরবে বিদ্যাদান করিতে থাকে এবং বহু প্রথিত জশা ব্যক্তি এই বিদ্যালয় হইতে অধ্যায়ন অন্তে বিদ্যার সুউচ্চস্থানে কৃতিত্বের সহিত তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথম হইতেই কো-এডুকেশন চালু হয় কিন্তু তৎকালে ছাত্রীর সংখ্যা খুবই নগন্য ছিল। বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আজ শতাব্দির প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দুইজন ছাত্রের কথা উল্লেখযোগ্য যাহাদের নাম শ্রীমন্ত শীল ও শ্রীশ চন্দ্র শীল ভাতৃদ্বয় তাহারা তৎকালীন মেধাভিত্তিক রায়চাঁদপ্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বাবু বিহারীলাল গোস্বামী (বিদ্যারত্ন)। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একজন নিকটতম বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কবিগুরু তাঁহাকে সুকবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কবিতার ছন্দে পত্র বিনিময় হইত রবীন্দ্রনাথের একজন প্রিয়পাত্র প্রধান শিক্ষক ছিলেন বলিয়াই অত্র বিদ্যালয়ে এই বিশ্বকবির চরণ স্পর্শে অধিকতর মহিমান্বিত হইয়া আছে। প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিহারীবাবু ছিলেন বহুগুনের অধিকারী ব্যক্তি। একজন সর্বগুণেগুণান্বিত শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, গুণী সাহিত্যিক ও কবি এবং একজন ক্রীড়াবিদ। যাহার সাক্ষ্য হিসাবে বিহারীলাল মেমোরিয়াল নামে বৃহৎ কাঠের উপর রৌপ্যখচিত একটি শীল্ড এখনও বিদ্যালয়ের আন্তঃশ্রেণী লীগ খেলায় বিদ্যালয়ে সগৌরবে ব্যবহার বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবন যাত্রা ছিল তাঁহার অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু তিনি অসাধারণ দক্ষতার সাক্ষ্য বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। পুরাতন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার হিসাবে একটি পৃথক ঘরে প্রয়োজনীয় পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার উপকরণাদির প্রাচুর্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। অত্র বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সকল শ্রেণীর পুস্তকে ছিল সমৃদ্ধ, যাহার মধ্যে এন-সাইক্লোপেডিয়া বৃটনিকা ১২ খন্ড এবং ইন্টারন্যাশন্যাল লাইব্রেরি অফ ফেমাস লিটারেচার ২৪ পর্যন্ত অদ্যাবধি রহিয়াছে। বর্তমানেও অত্র বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে পুস্তক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের পরিমাণ তাহার মধ্যে পুরাতন পুস্তকের সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয় পাঠের জন্য ম্যাপ, গে-াব, একটি টেলুরিয়াম এবং চিত্র পুরাতনের সহিত বর্তমান যুক্ত হইয়া পাঠ্য বিষয়ের উপকরণে অত্র বিদ্যালয়টি কোন বিদ্যালয়েরই পশ্চাতে নয়।

পুরাতন বিদ্যালয়টির সমস্ত শ্রেণীকক্ষ ছিল টিনের ঘর, টিনের বেড়া। ছেলেমেয়েদের বসিবার জন্য ছিল– বেঞ্চ আর শিক্ষকগণের বসিবার জায়গা ও লাইব্রেরি হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল একটি সুদৃশ্য দালান। প্রধান শিক্ষক বিহারী বাবুর বিদায়ের পর অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ভারগ্রহণ করেন যিনি ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, তাঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। তিনিও একজন বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়কাল পর্যন্ত অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সমুন্নত রাখিয়া চাকুরীর মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হইলে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অত্র বিদ্যালয়ে জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হয় সুবর্ণ জয়ন্তী ১৯৪৪ ইং সালে। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন অতুল্য চন্দ্র চক্রবর্তী।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কাল হইতেই বিদ্যালয়টি যেহেতু গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ছিল কাজেই বাহির হইতে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা থাকায় পোতাজিয়া ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রাম হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমিতে থাকে। বিদ্যালয়টির যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধার জন্য তৎকালীন বিদ্যালয় কমিটি এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ …দ্যালয়টি গ্রামের পূর্বপ্রান্তে তৎকালিন সিরাজগঞ্জ–পাব… …রাডের প্রধান সড়ক সংলগ্ন স্থানে স্থানান্তরের চিন্তাভা… করেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময়ই বিদ্যালয়ের ছাত্রদে… খেলিবার মাঠ ছিল বিদ্যালয়ের কাছাকাছি সমতল গো…চারণভূমির পার্শ্বে। সে জন্য স্থানান্তরের পর বিদ্যালয় নির্ধারিত স্থান হইতে খেলিবার মাঠের দূরত্ব অনেকটা বেশী হয়। এই ব্যাপারে সুধীমন্ডলীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইতে কিছুটা বিলম্ব হয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন তখন চরমপর্যায়ে; বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হইলেও কার্যতঃ স্থানান্তর ক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। অবশেষে দেশ বিভক্ত হওয়ায় এবং একজন বিশিষ্ট বিদ্যুৎসাহী জোদ্দার রাউতাড়া নিবাসী যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। তাহাছাড়া, বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কিছুদিনের জন্য পশ্চিমবংগে গমনহেতু 'কার্যটি রূপলাভ করে ১৯৪৮ ইং সালে। তখন প্রধানশিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহন করেন অবৈতনিকভাবে অত্র গ্রাম নিবাসী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ বি. এ, বি-এল মহাশয়। ঐ সময় উল্লেখিত যোগেশ চন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রা… গৌরচন্দ্র ঘোষ, পোতাজিয়া ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসি…ন্ট নির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আঃ জব্বা… …লুকদার বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মজিদ (পন্ডিত, … গোলাম মওলা প্রমুখ বিদ্যুৎসাহীগণের নিরলস প্রচেষ্টা… …দ্যালয়টি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। গৌর চন্দ্র … মহাশয় তাঁহার মৃত ভ্রাতার ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজ … …ল হইতে ৯,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া অফিসগৃহ ও শিক্ষক… বসিবার

দালান নির্মাণ করিয়াছিলেন। যাহা যোগেশ চন্দ্র মেমোরিয়াল হল নামকরণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীকক্ষ টিনের ঘর, উত্তোলন করিয়াই চলিতে থাকে। ঐ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে দেশ ছাড়ায় বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। তবে পরবর্তীতে পূর্বের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী অতুল্য চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দেশে ফেরেন এবং নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহন করিলে পুনরায় তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পর প্রধান শিক্ষকের ভার গ্রহণ করেন একজন সুদক্ষ সিরাজগঞ্জ বি. এল. স্কুলের কার্যরত শিক্ষক অত্র গ্রাম নিবাসী হরিপদ অধিকারী মহাশয়। তাহাতে কিছুটা প্রাণের সঞ্চার ঘটে এবং প্রতি বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশের হার পূর্বের ন্যায় উন্নিত হয়। হরিপদ বাবু অবসর গ্রহণের পর অত্র বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক যিনি শাহজাদপুরের ইব্রাহীম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবেশ চন্দ্র রায় প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৯৫৪ ইং সালে। এখানে উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে অত্র গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় অত্র বিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্রীগণই উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সুযোগ পায় এবং বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস পায়। তাছাড়া তাঁহার নিযুক্তিকালে পোতাজিয়া এবং তৎপাশ্ববর্তী অঞ্চলে মাঠের ফসল প্রতি বৎসর বন্যায় নষ্ট হইতে থাকে এবং বড়-ছোট সমস্ত কৃষক পরিবারই আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়।

সংগতকারণেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রতিবৎসর কমিতে থাকে। দেবেশ চন্দ্র রায় ছিলেন উল্লাপাড়ার নিকট ভট্টকাগ গ্রামের একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তিনি ছিলেন একক, নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক প্রবীন এবং স্থানীয় সুযোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই ছাত্র কমিয়া যাওয়ার কারণেও আর্থিক অনটনের বিষয়টি শিক্ষকগণ অনেক ধৈর্য ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিদ্যালয়টি সমুন্নত রাখেন। ঐ সময় কয়েকজন তরুণ হিন্দু শিক্ষক দেশত্যাগ করায় সেই সমস্ত শূন্যস্থানে বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁহারা বেশি দিন অত্র বিদ্যালয়ে বহাল থাকেন নাই। এই অসুবিধাকর অবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি এবং গ্রামের সুধীব্যক্তিগণ অত্র এলাকার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করিবার নীতি গ্রহন করেন এবং স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন।

ঐ একই চিন্তাধারায় অত্র বিদ্যালয়ের স্থানীয় এবং অত্র বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছালামত আলী বি. এ সাহেবকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি অত্র বিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থাতেই বি-এড. ডিগ্রী নেন। প্রধান শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁহাকে চাকুরীতে বহাল রাখেন। ইতিমধ্যে গ্রামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়টি অর্থনৈতিক অনটনে ও আরও অন্যান্য কারণে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কিঞ্চিৎবৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে

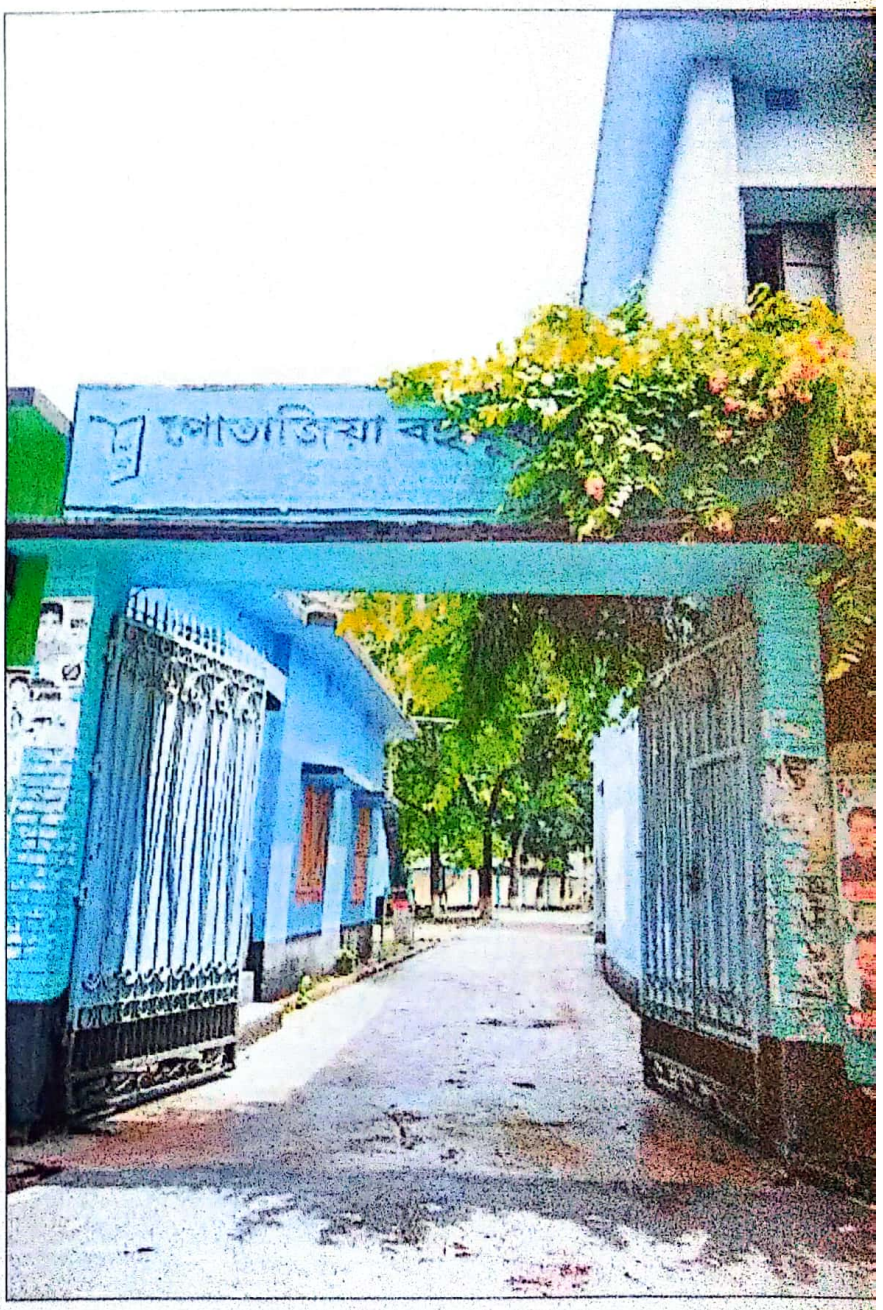

বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়। তাহার পর চাকুরীর বয়সসীমা বর্ধিত সীমার উর্ধ্বে উঠায় দেবেশ চন্দ্র রায় অবসর গ্রহন করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহকারী প্রধান

শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। যিনি দীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন আছেন। জনাব ছালামত আলী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের পর বিজ্ঞান ও মানবিক উভয় বিভাগেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় এবং বিদ্যালয়টি পোতাজিয়া দ্বি-পার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয় নামে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বের জমি খরিদ করিয়া নতুন করিয়া আরও একটি প্রায় ২.৪০ একর ভূমির উপরে খেলার মাঠ তৈরী করা হয় এবং পূর্বের খেলার মাঠটি কৃষিকার্যে ব্যবহার করিয়া বিদ্যালয়ের আয়ের উৎস বাড়ানো হয়। বর্তমানে খেলার মাঠে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তথা গ্রামবাসী খেলাধুলা করে এবং প্রতিবৎসর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহার পর সরকারী অনুদানে দুইটি পাকা দালান তৈরী হইতে শুরু হয়। দালান দুইটির নির্মাণকার্য অসমাপ্ত অবস্থাতেই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়।

দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম চলাকালীন সময় বিদ্যালয়ের সমস্তকার্য বন্ধ হইয়া যায়। পাকহানাদার বাহিনী এই বিদ্যালয়েও হামলা চালায়। লাইব্রেরী কক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া অনেক বই-পুস্তক, পুরাতন তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলে এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর অত্র অঞ্চলের বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং শিক্ষক মণ্ডলী অতিকষ্টে নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সীমিত অনুদানের দ্বারা গৃহগুলি সংস্কার এবং আসবাবপত্র পুনঃনির্মাণ করিয়া বিদ্যালয়টি চালু করেন। বর্তমান সরকারের অনুদানে তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি গৃহ ফ্যাসালিটি বিভাগের দায়িত্বে তৈরি হইয়াছে। অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়ে রহিয়াছে, শুধু একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানাগার নাই।

বর্তমানে সং কমিটি পূববর্তী ধারা অনুসরণ করিয়া কমিটি এবং শিক্ষকগণ সম্পৃক্ত হইয়া বিদ্যালয়ের পুরাতন তিনটি দালান মেরামত করিয়া একটি ভবনে রূপান্তর করিয়াছেন এবং টিনের ঘরগুলি স্থানান্তর ও সংস্কার করিয়া পরিবেশ রক্ষার জন্য অনেক সুদৃশ্য বৃক্ষ রোপন করিয়াছেন ও তিনটি স্যানিটেরিয়াম ল্যাট্রিন নির্মাণ করিয়াছেন তাহা ছাড়া লেখাপড়ার মান অনেক উন্নত হওয়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যালয়ের বর্তমানে প্রবীন, নবিন শিক্ষক সংখ্যা দশজন। এই শিক্ষক গণ সবাই স্থানীয়। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্বক বিদ্যালয়টি বহুমুখী করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। একজন নবীন এম. এস-সি, বি-এড এবং অন্যান্য শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল করিয়া বিদ্যালয়টির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অত্র বিদ্যালয়টিতে জন্মলগ্ন হইতেই কো-এডুকেশন চালু থাকায় বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। তাহাছাড়া বিদ্যালয়ের বর্তমান কার্যকরী পরিষদ তাহাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও গ্রাম বাসীদের সহযোগীতায় বিদ্যালয়টির যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন যাহা ভবিষ্যত প্রজন্ম অক্ষুণ্ন রাখিলে বিদ্যালয়টি শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগে নহে সারা বাংলাদেশের একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে। ইহা নিঃসন্দেহে অত্র এলাকার লোকের মধ্যে বিদ্যানুরাগের প্রতিফলন।

যদিও এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে সমস্ত বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয় তথাপীও একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিলে বর্তমান প্রজন্ম উক্ত ব্যক্তির নিকট অকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি হইলেন পোতাজিয়া ইউনিয়নের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগনের মধ্যে প্রথম এন্ট্রান্স পাশ। তিনি শিক্ষা জীবন শেষ হইতে না হইতেই অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পাশাপাশি বিদ্যালয়ের করণিকের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তাঁহার সারাটা জীবন এই বিদ্যালয়ের সেবায় নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও ব্যক্তিত্বের কারণে শুধু অত্র পোতাজিয়া ইউনিয়নবাসী নহে অত্র এলাকাবাসী তাঁহাকে মাস্টার সাহেব খ্যাতিতে অভিহিত করেন। বর্তমানেও শ্রদ্ধার নিদর্শন সরূপ তাহার বিদ্যালয়ের কর্মজীবনে যে চেয়ারটিতে বসিয়া কাজ করিতেন সেই চেয়ারটিতে কেহই বসেন না এবং তাহা যত্ন সহকারে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিদ্যালয়টির এই বৎসর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব বিশেষ মর্যাদার সহিত পালিত হইতেছে এবং বিদ্যালয়টির অতীত ও বর্তমানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত মার্গণ এ সন্নিবেশিত করা হইল, যাহাতে পাঠকবর্গ এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই বিদ্যালয়টির সমীক্ষা সহজতর হয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম এই সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার সার্থক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়া পোতাজিয়া তথা অত্র এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, আমাদের আত্মতুষ্টির অবকাশ নাই আরও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে যদিও যাতায়াত ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছু অংশে সুবিধাজনক হইয়াছে ভবিষ্যতে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রয়োজন অনুযায়ী হইবে, এই প্রত্যাশা রাখিয়াই প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানা হইল।

ফটো অ্যালবাম

ঐতিহ্যবাহী পোতাজিয়া বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের
১২৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩
তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২৩ খ্রি. রোজঃ মঙ্গলবার, স্থান : খেলার মাঠ, পোতাজিয়াশাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
ড. সাজ্জাদ হায়দার
মহোদয়ের আগমন
শুভেচ্ছা স্বাগতম

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মেরিনা জাহান কবিতা এমপিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বিদ্যালয় প্রাঙ্গন প্রবেশকালে।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পতাকা উত্তোলন।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সালাম গ্রহণ করছেন জাতীয় সংসদ সদস্য মেরিনা জাহান কবিতা ও অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম শামীম হোসেন।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য প্রফেসর মেরিনা জাহা বিতা, উপজেলা চেয়ারম্যান আজাদ রহমান ও বিদ্যালয়ের সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মশাল প্রজ্জ্বলন করছেন অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিদ্যালয়ের সম্মানিত সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্যালুট গ্রহণ করছেন অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্যালুট প্রদান করছেন দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা।

ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকা আওয়াজের একাংশ।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রীরা।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্যালুট প্রদান করছেন নবম শ্রেণীর ছাত্ররা।

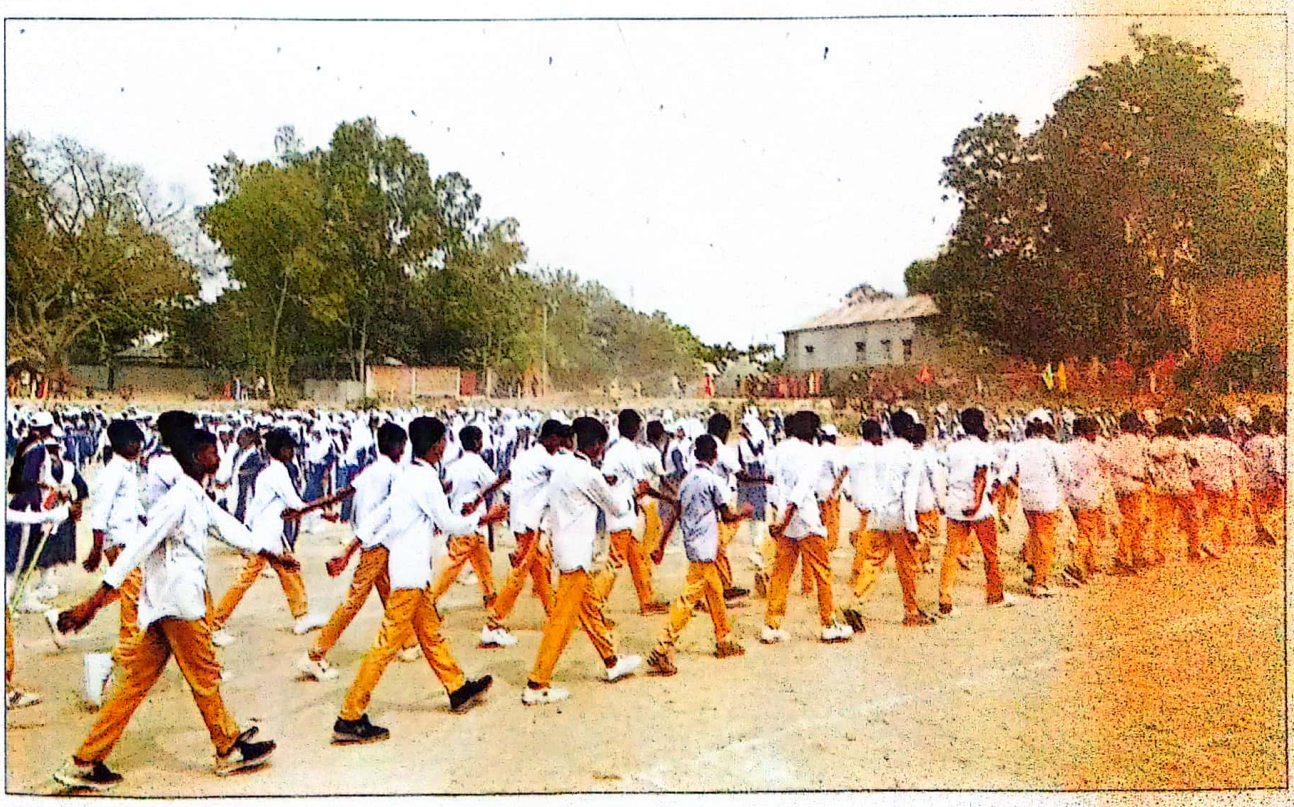

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্যালুট প্রদান করছেন নবম শ্রেণীর ছাত্রদের একাংশ।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের একাংশ।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একাংশ।

১২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিদ্যালয়ের সম্মানিত সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন।

১২৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম হাসিবুর রহমান স্বপনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনাব চয়ন ইসলাম জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনাব চয়ন ইসলাম জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি ও ম্যানেজিং কমিটি।

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নতুন সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে নবনির্বাচিত সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার।

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি, প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি ও ম্যানেজিং কমিটির উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন।

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আলোচনা সভা।

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে শপথ পাঠ ও আলোচনা।

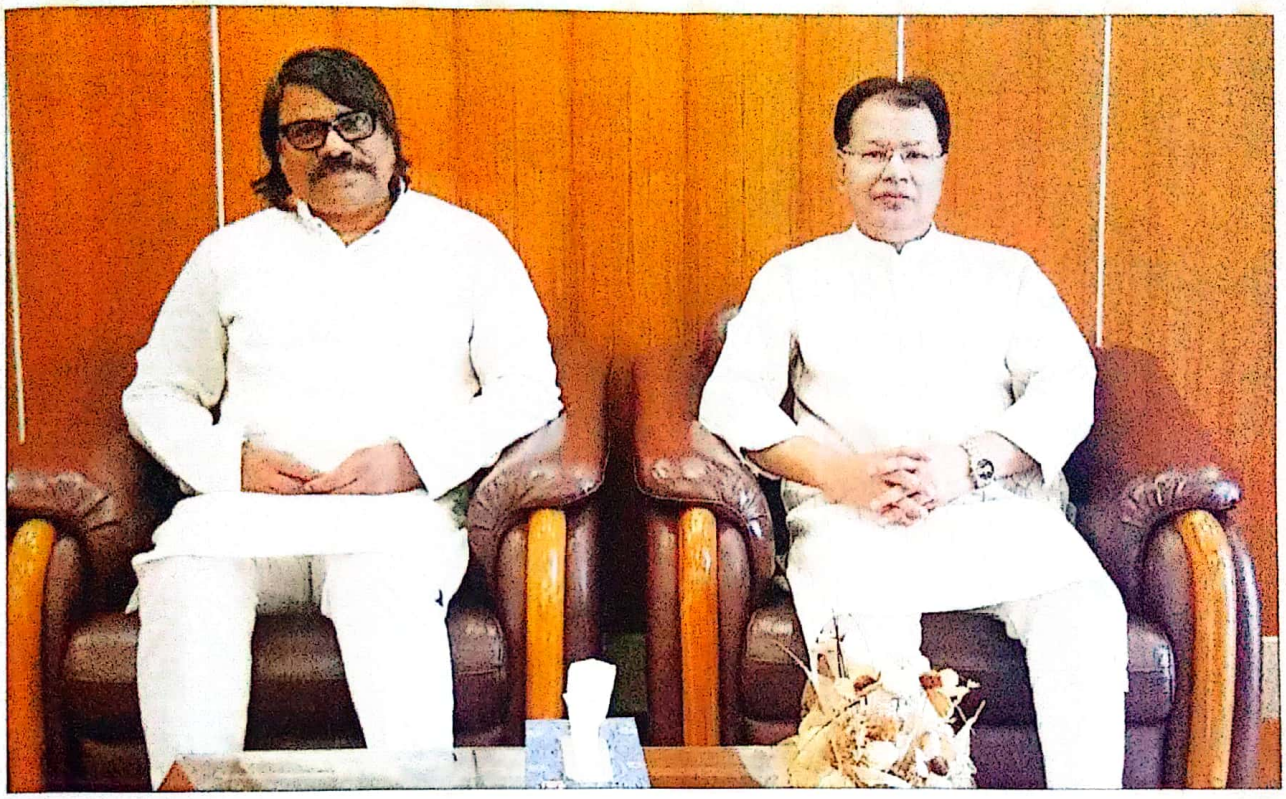

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের ১৩০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বিদ্যালয়ের সভাপতি ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন।

আমন্ত্রণ জানানোর সময় ফটোশেসনে মাননীয় উপচার্য ও বিদ্যালয়ের সভাপতি।

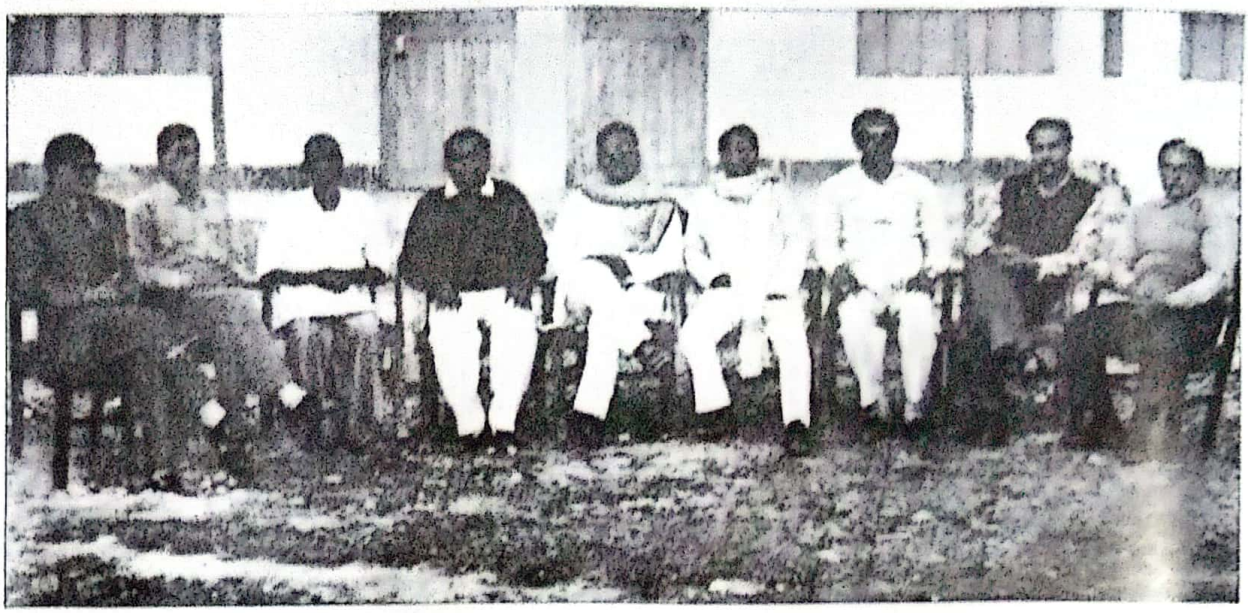

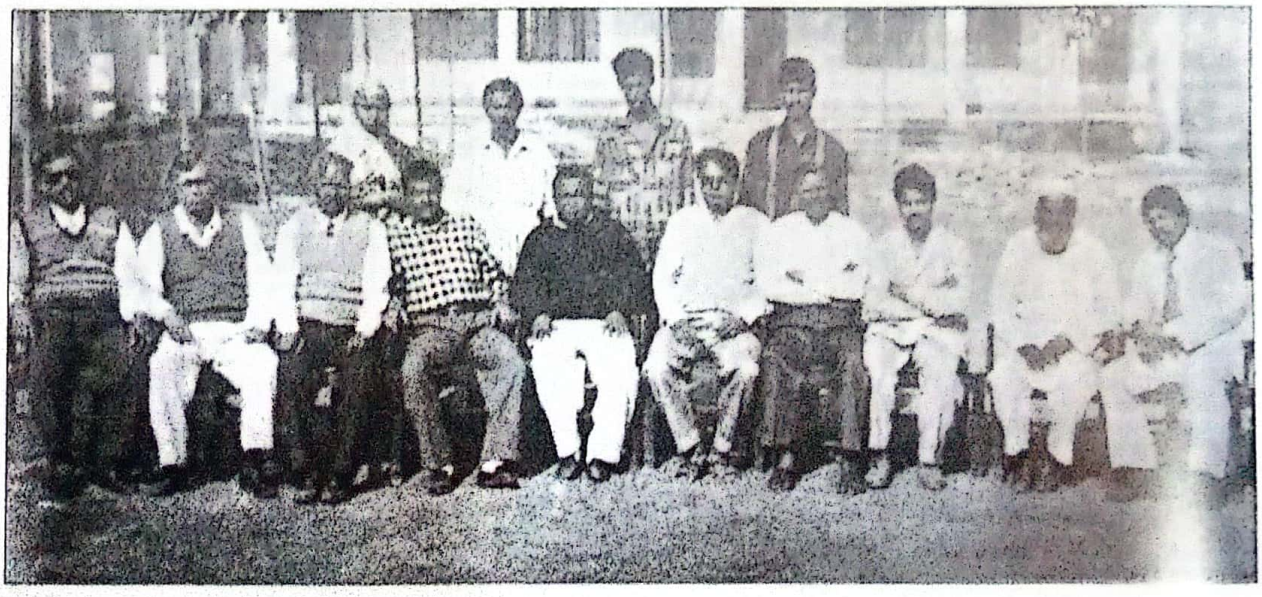

তৎকালীন পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ : বাম থেকে এড. রেজাউল করিম, দীন-আহমেদ, অনীল কুমার ঘো... (সহ-সভাপতি), ছালামত আলী (প্রধান শিক্ষক), মোজাম্মেল হক (সভাপতি), আবদুল মতিন মোহন, রফিক উ... চাঁদ, হাসিব খান তরুণ ও বিবেকানন্দ ঘোষ

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দ : বাম থেকে আমিনুল হোসাইন, আবদুল ওয়াহাব, অসীম কৃষ্ণ কুড়ু, ...বান আলী (সহঃ প্রঃ শিক্ষক), ছালামত আলী (প্রধান শিক্ষক), অনন্ত কুমার গোস্বামী, আবদুর রহিম মিয়া, শফিকুল ...ম, মাওঃ জালালুদ্দিন ও আমিন উদ্দিন মিয়া; পিছনে মোমেনা বেগম, শহীদ আলী, দুলাল চন্দ্র শীল ও আবু মোত...

মিল্কভিটা

১০০% প্রিজারভেটিভমুক্ত
বাজারের সেরা দুধ

মিল্কভিটা পণ্যসামগ্রী

ভোক্তা আস্থার অবিরাম প্রয়াস

পাস্তুরিত তরল দুধ

ফুলক্রিম গুঁড়ো দুধ

ননীবিহীন গুঁড়ো দুধ

চাকলেট ও আম দুধ

টক দই

মিষ্টি দই

রসমালাই

গাওয়া ঘি

লাবাং

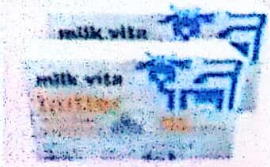

গাওয়া ঘি

আইসক্রিম

আইসক্রিম

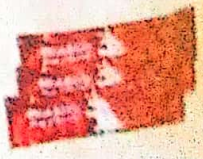
চাকলেট

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ দুগ্ধ ভবন ১৩৯-১৪০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন ঃ ৮৮১১৮২৮-২৯, ৯৮৯৭৯২৭, ৯০০১০৪৮, ৯০৩৫৬৭৯, ৯০১৩৯১৭

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের
১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে
আমাদের প্রাণঢালা

শুভেচ্ছা

শাহজাদপুর ট্রাভেলস

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

প্রোপ্রাইটর : হাসিব খান তরুণ

Artisan Engineering & Construction Ltd.

AECL
QUALITY FIRST

Industrial Floor Complete Solution

Polished Concrete

Water Proofing

AREA OF APPLICATION

- Garments & Textiles
- Chemical Industries
- Warehouse
- Hospitals
- Food Processing Plant
- Tannery & Footware Industry
- Pharmaceutical & Cosmetics Plants
- Electrical & Electroplating Industries

Epoxy & PU Flooring

Floor Hardener

Our Skilled Workforce

House # 399 (1st Floor), Road # 29, Mohakhali DOHS, Dhaka - 1206
2224415334, 2224415426 +88 01313709951, +88 01313709952
artisanengrltd@gmail.com www.artisanengineeringbd.com

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল ও সার্থক হোক

ড. সাজ্জাদ হায়দার লিটন

প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ।
উপদেষ্টা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কাউন্সিল।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, বসুন্ধরা গ্রুপ।
ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতি গবেষণা কেন্দ্র।
সেক্রেটারী, রাশিয়া বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি।
ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভারত বাংলাদেশ ফেন্ডশিপ সেন্টার।
পরিচালক, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র লিমিটেড।
সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ মিল্কভিটা।
সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ।
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাশিয়া শাখা।

পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের
১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
সফল ও সার্থক হোক
SPARROW
চয়ন ইসলাম
জাতীয় সংসদ সদস্য
৬৭, সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর)
সদস্য, স্বরাষ্ট্র ও সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
Tepantor
Hotel & Resort

BASHUNDHARA

পকেট

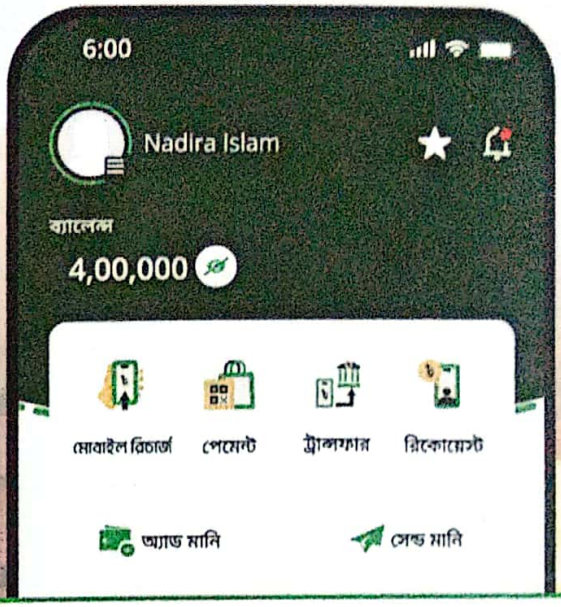

লেনদেন হবে ক্যাশলেস
গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ

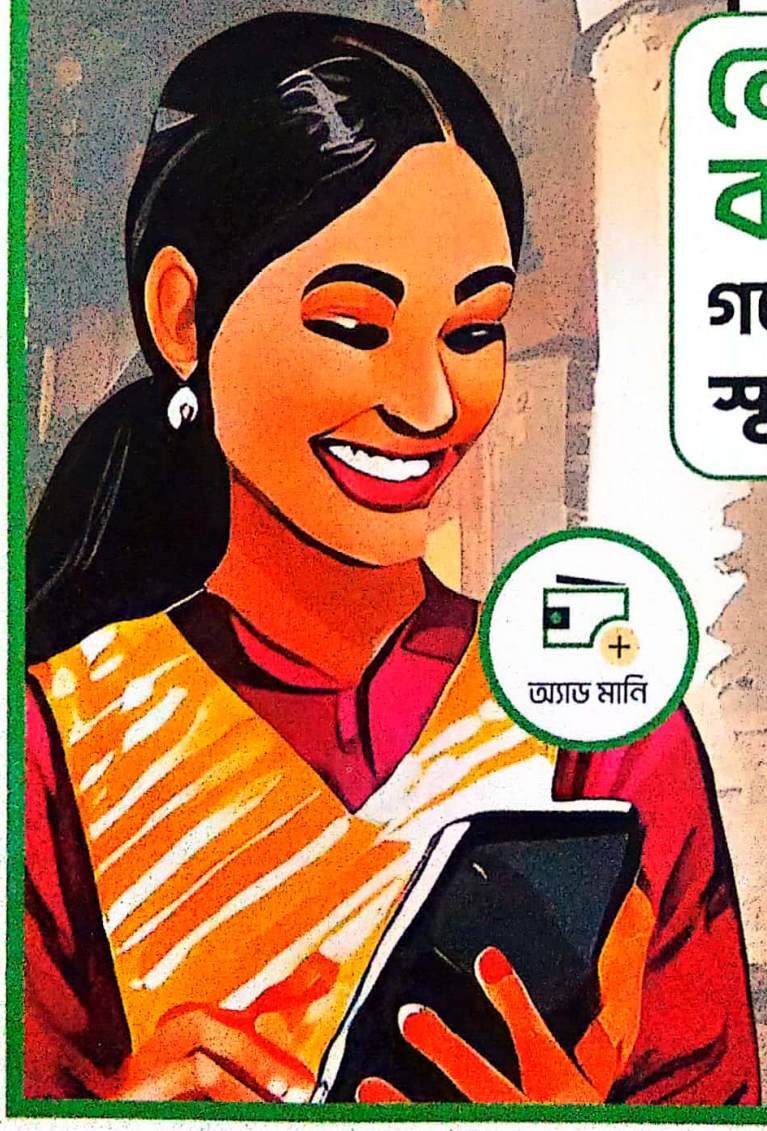

অ্যাড মানি

অ্যাপটি ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

ইউএসএসডি এর জন্য ডায়াল করুন *৮০০#

www.abgpocket.com